গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১১.১২.২০২৩খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
নিবন্ধ/প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

ময়মনসিংহ মুক্তদিবস উপলক্ষে রবিবার বীর মুক্তিযোদ্ধা-জনতার বিজয় র‍্যালির নেতৃত্ব দেন বিভাগীয় কমিশনার।

ময়মনসিংহ মুক্ত দিবসে সপ্তাহব্যাপী আয়োজন

স্টাফ রিপোর্টার

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর পাকহানাদার বাহিনীর হাত থেকে ময়মনসিংহ জেলা মুক্ত হয়েছিল। আনন্দের প্রতিফলন স্বরূপ ময়মনসিংহবাসী দিনটিকে মুক্ত দিবস হিসেবে পালন করে। গতকাল রোববার নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহ মুক্ত দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে রোববার সকালে নগরীর ছোটবাজার মুক্তমঞ্চে জাতীয় ও মুক্তিযুদ্ধের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেই সঙ্গে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়া। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী, পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এহতেশামুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল প্রমুখ। উদ্বোধনী বক্তৃতায় বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়া বলেন, এদিনটি ময়মনসিংহবাসীর জন্য অতন্ত ঐতিহ্য ও গৌরবের। মুক্তিযুদ্ধের ● পৃষ্ঠা-২ : কলাম-১

ময়মনসিংহ মুক্ত দিবসে

সংগঠক অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের স্মৃতি স্মরণ করে তিনি বলেন, ময়মনসিংহের সূর্যসন্তান মতিউর রহমান প্রতিবছর এ দিবসটির উদ্বোধনী পতাকা উত্তোলন করতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অধ্যক্ষ মতিউর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা সার্কিট হাউজ মাঠে উত্তোলন করে ময়মনসিংহকে মুক্ত ঘোষণা করেছিলেন। বক্তব্য শেষে বিভাগীয় কমিশনার মতিউর রহমানসহ সকল নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। পরে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য র‍্যালি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ছোটবাজার মুক্তমঞ্চে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডবৃন্দ, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষ্যে ছোটবাজার মুক্তমঞ্চে সপ্তাহব্যাপী প্রতিদিন বিকালে একঘন্টা করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ডকুমেন্টারি ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন এবং আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক স্বজন
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১১.১২.২০২৩খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
নিবন্ধ/প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহ মুক্ত দিবস উদ্‌যাপন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহ মুক্ত দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ১১টায় ছোট বাজার মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণে জেলা প্রশাসন ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর আয়োজনে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে ময়মনসিংহ মুক্ত দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়া।

এসময় জেলা প্রশাসক দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী, পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাস (সার্বিক) আরিফুল হক মৃদুল, জেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি এহতেশামুল আলম, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল, জেলা আওয়ামীলীগ সহ-সভাপতি এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক, মমতাজ উদ্দিন মন্তা, মহানগর আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক মোহিত উর রহমান শান্ত, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রব, বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন অর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সেলিম সরকার রবার্ট, কোতোয়ালী মডেল থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ কামাল আকন্দ সহ জেলা উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড এর নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালিটি ছোট বাজার মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে বিভাগীয় ও জেলা উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা সহ বীর মুক্তিযোদ্ধা জনতা অংশ গ্রহণ করেন। পরে বিকাল ৩টা হতে ৪টা পর্যন্ত ঘন্টাব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ডকুমেন্টারি ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক স্বদেশ সংবাদ
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১১.১২.২০২৩খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
নিবন্ধ/প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন বলেই আমরা আজ এই চেয়ারে

বিভাগীয় কমিশনার

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় ছোট বাজার মুক্ত মঞ্চে ময়মনমিংহ মুক্ত দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়া।

রঞ্জন মজুমদার শিবু ঃ বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়া বলেছেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছিল বলেই আজকে আমি এই চেয়ারে বসতে পেরেছি। এই অবদান মুক্তিযোদ্ধাদের। যারা জীবন বাজি রেখে ৯ মাস যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন করেছেন। গতকাল রবিবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নগরীর ছোট বাজার মুক্ত মঞ্চে ময়মনসিংহ মুক্ত দিবস ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির প্রথম দিনের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিভাগীয় কমিশনার আলো বলেন, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারন করা ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরন করা। কেননা আগামী দিনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলার কেউ থাকবেনা। তাই নতুন প্রজন্মের বুকের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ধারন করতে হবে এবং তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিহাসে আপনাদের নাম লিখেছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের বলেন, মুক্তিযুদ্ধ কালীন আপনাদের বীর গাঁথা ইতিহাস লেখনি আকারে আমাদের দিন আমরা তা বই আকারে প্রকাশ করব। তিনি বলেন, রাজনীতির সাথে সাথে আমাদের সংস্কৃতিকে ধারণ করতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি ধারণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। রাজনীতির পাশাপাশি সংস্কৃতি ধারণ করেছিলেন বলেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

জেলা প্রশাসক দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী'র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় মূখ্য আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন চলচিত্র পরিচালক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক (২য় পাতায়)

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা

(১ম পাতার পর) ব্যক্তিত্ব নাছির উদ্দিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত ডিআইজি আবু সায়েম, পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড জেলা শাখার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক বিলকিছ আক্তার রুমা ও মুক্তিযোদ্ধা পল্লী শাখার সাধারণ সম্পাদক এ.বি.এম. ফজলে রানার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা স্মৃতি পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সাদেকুর রহমান, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম মুক্তিযুদ্ধ ৭১ কেন্দ্রিয় নির্বাহী সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম মোমেন, সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সেলিম সরকার, মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আবু তাহের, কাজী আজাদ জাহান শামীম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এডভোকেট মোঃ আবুল কাসেম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সকল শহীদদের স্মরণে দাড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। আলোচনা শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।